দৈনিক জনকণ্ঠ

SEP. 1 6 1999

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১ .....

74

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে শিবিরের গোপন নেটওয়ার্ক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্ররা গতকাল বুধবার ক্যাম্পাস শিবিরমুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। শিবিরের প্রকাশ্য কোন রাজনৈতিক তৎপরতা নেই। গতকাল গোপনে শিবিরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রমাণ পেয়ে এবং হলগুলোতে শিবির নেটওয়ার্ক আবিষ্কারের পর ছাত্ররা এ দাবি জানিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার গণরোষ দেখে বঙ্গবন্ধু হল ছেড়ে ১১ শিবিরকর্মী পালিয়েছে। ছাত্ররা প্রভোস্টকে হল শিবিরমুক্ত করার লিখিত আবেদনপত্র দিয়েছে। একই দাবিতে তারা আজ বৃহস্পতিবার উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাত করবে বলে জানা গেছে।

বঙ্গবন্ধু হল থেকে শিবিরকর্মীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত কাগজপত্রে দেখা গেছে ঢাকা শহরের বড় বড় ব্যাংক কর্মকর্তা, সচিবরা এদের আর্থিক সহযোগিতা দেয়। রেটিনা কোচিং সেন্টার ও কাটাবন মসজিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহের মসজিদ এই শিবিরকর্মীদের সভাস্থল। ছাত্রশিবিরকর্মীদের কাগজপত্রে কিছু সঙ্কেত পাওয়া গেছে যার অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। শিবিরকর্মীদের রুম থেকে হল অফিসের ডুপ্লিকেট সিল ও আরও কয়েকটি জাল সিল উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে কর্মরত পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার শিবিরের রাজনীতিতে সক্রিয় বলে কাগজপত্র দেখে প্রমাণ পাওয়া গেছে। দৈনিক জনতার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার আমজাদ হোসেন শিবিরের নেটওয়ার্ক আবিষ্কার খবর শোনার পর থেকে পলাতক রয়েছে। সে শিবিরের বঙ্গবন্ধু হল শাখা ইউনিট প্রধান। শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি হচ্ছেন সমাজকল্যাণ বিভাগের ছাত্র আক্তার। সাধারণ সম্পাদক আরবী বিভাগের ছাত্র শাহজাহান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ন্-বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আশিক। শিবিরকর্মীদের রুমে প্রাপ্ত কাগজপত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বঙ্গবন্ধু হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আব্দুল আজিজ বলেছেন, আমি ছাত্রলীগ, ছাত্রদল কিংবা শিবির হিসাবে কোন ছাত্রকে দেখি না, সবাই হলের ছাত্র, সবাই হলে থাকবে, তবে কোন ছাত্রের ব্যাপারে হলের অধিকাংশ ছাত্র আপত্তি করার পর সে হলে থাকলে নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব সেই ছাত্রকেই নিতে হবে।